B.A 2nd Semester (GE)
Paper- GE 2T
Section- C (Unit-I)
Indian Epigraphy

□ অভিলেখশাস্ত্রে জেমস প্রিনসেপ (James Prinsep) ও জি. এইচ. ওঝা (G. H. Ojha) বিদ্বানদ্বয়ের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

James Prinsep ⇒ জেমস প্রিনসেপ ছিলেন একজন ইংরেজ গবেষক, ভারততত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ। তিনি ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষার প্রশিক্ষণ নেন এবং ১৮১৯ সালে ভারতে এসে কলকাতা টাঁকশালে Assitant Assay পদে ও পরে বেনারস টাঁকশালে Assay-master হিসেবে নিযুক্ত হন, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি H.H. Wilson এর সংস্পর্শে আসেন, এরপরই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় এবং তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্পর্শে আসেন, পরবর্তীকালে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সেখানে সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন, সেখান থেকে তাঁর তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় Journal of the Asiatic Socity প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি সমসাময়িক গবেষকদের পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় উৎসাহ যোগান এবং এর ফল হিসাবে মুদ্রা অভিলেখ প্রভৃতির পঠন পাঠন ও গবেষণায় আগ্রহ বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি Asiatic Socity তে যোগদান করেন বা তাঁদের পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহ ও তদ্বিষয়ক গবেষণাপত্র পাঠাতে থাকেন।

প্রিনসেপের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল ভারতীয় অভিলেখ চর্চায় ও তার লিপির পাঠোদ্ধার চেষ্টায় নিজেকে দীর্ঘদিন নিয়োজিত রেখে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধার করা, প্রাচীন এই দুটি লিপির পাঠোদ্ধারের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বেই প্রিনসেপ এর কৃতিত্ব বর্ণিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অভিলেখ চর্চা, মুদ্রাবিষয়ক গবেষণা, ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে অশোকের বহু অভিলেখের পাঠোদ্ধার প্রভৃতির দ্বারা প্রিন্সেপ নিজেকে এক উল্লেখযোগ্য ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি জায়গায় স্তম্ভাভিলেখ সংক্রান্ত যেসব গবেষণাপত্র উইলিয়াম জোন্স্ এর সমকালে প্রিন্সেপ্ প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলি থেকে ভারতের ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। এছাড়া অভিলেখচর্চা নিয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনপটুতা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

G.H. Ojha ⇒ পন্ডিত G.H. Ojha ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও লিপিতাত্ত্বিক। রাজস্থানের ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ তিনি হিন্দিভাষায় প্রকাশ করেন। ভারতীয় লিপি ও অভিলেখ চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা' নামক হিন্দিভাষায় লেখা গ্রন্থটি। ১৯১৮ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭১ সালে ইংরেজী অনুবাদে 'The palaeography' নামে পুনঃ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ভারতীয় লিপি সম্পর্কিত আলোচনায় একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। ভারতবর্ষে লিখনশৈলীর প্রাচীনত্ব থেকে শুরু করে ব্রাহ্মীলিপি সম্পর্কিত যে যাবৎ যত গবেষণা ও আবিষ্কার হয়েছে তাদের সারাংশ প্রভৃতি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আঞ্চলিক লিপি যেমন- বাংলা, তামিল প্রভৃতির আলোচনা, ব্রাহ্মী থেকে বিবর্তিত হয়ে নাগরী, গ্রন্থ প্রভৃতি লিপির উৎপত্তি, খরোষ্ঠী লিপির আলোচনা, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী সংখ্যা ও তাদের বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা তাঁর গ্রন্থকে মূল্যবান করে তুলেছে।

Scanned by CamScanner

তাঁর গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল গ্রন্থশেষে তিনি বিভিন্ন শিলালেখ ও তাম্রশাসন এ উত্কীর্ণ লেখের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক সময়ের অক্ষরশরীর প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে প্রদত্ত আক্ষির ও ক্ষীণ চিত্রের মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন আঞ্চলিক লিপির ও বর্ণমালা তৈরী করেছেন, আবার ব্রাহ্মী লিপি থেকে নাগরী, বাংলা, তামিল প্রভৃতি লিপির উত্পত্তি অক্ষর বিবর্তনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। তাই এই গ্রন্থটি ভারতীয় অভিলেখ তথা লিপি চর্চায় অপরিহার্য। তবে এই গ্রন্থে নির্বাচিত অভিলেখগুলির মূল লিপি থেকে যে প্রতিলিপি বা নকল দেওয়া হয়েছে তা চোখে দেখে হাতে তৈরী, ফোটোগ্রাফ নয়। তাই সেখানে কখনো কখনো বিচ্যুতি থেকে গেছে।

—— Sukumar Khonda.

Scanned by CamScanner